

আল্লাহর শরীয়ত বাদ দিয়ে যারা অন্য আইন অনুযায়ী হুকুম প্রদান করে তাদের বিধান

[বাংলা]

حكم من حكم بغير ما أنزل الله

[اللغة البنغالية]

লেখক : সালেহ বিন ফাওয়ান আল-ফাওয়ান

تأليف : صالح بن الفوزان الفوزان

অনবাদ : মুহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

ترجمة : محمد منظور إلهي

ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

1429 – 2008

islamhouse.com

আল্লাহর শরীয়ত বাদ দিয়ে যারা অন্য আইন অনুযায়ী হুকুম প্রদান করে তাদের বিধান

আল্লাহ তাআলা বলেন:

قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿44﴾ سورة المائدة

‘আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী যারা হুকুম দেয় না, তারাই কাফির।’^১

এ আয়াতে কারীমায় স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার অবতারিত শরীয়ত ব্যতীত অন্য কোন আইন দ্বারা হুকুম পরিচালনা করা কুফুরী। আর এই কুফুরী কখনো হতে পারে বড় কুফুরী, যা বান্দাকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বহিস্কার করে দেয়। আর কখনো তা হয় ছোট কুফুরী যা মিল্লাত থেকে বহিস্কার করে না। এ বিষয়টি নির্ধারিত হয় হাকিম তথা শাসকের অবস্থাভেদে। যদি তার বিশ্বাস এই হয় যে, শরীয়ত অনুযায়ী হুকুম দেয়া ওয়াজিব নয়। এবং শরীয়তের হুকুম মানা ও না মানার ব্যাপারে তার এখতিয়ার রয়েছে, অথবা সে আল্লাহর হুকুমের প্রতি অপমানজনক কথা বলে এবং বিশ্বাস করে যে, মানব রচিত আইন-কানুন ও জীবন ব্যবস্থা ইসলামী শরীয়তের চেয়ে উত্তম এবং এ যুগের জন্য ইসলামী শরীয়ত উপযোগী নয়। কিংবা যদি সে আল্লাহর শরীয়ত ছেড়ে অন্য আইনের ফায়সালা দ্বারা কাফির ও মুনাফিকদের সম্ভ্রুতি অর্জনের ইচ্ছা করে, তাহলে এসব কিছুই হল বড় কুফুরী। কিন্তু যদি সে আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী ফায়সালা করা ফরয বলে মনে করে এবং এ বিষয়ে তার জানা থাকে এতদসত্ত্বেও সে উক্ত ফয়সালা গ্রহণ থেকে বিরত থাকে এ স্বীকারোক্তির সাথে যে, এহেন কাজের ফলে সে সাজা পাবার উপযুক্ত। তাহলে এমন ব্যক্তির গুনাহগার ও ছোট কুফুরীতে লিপ্ত কাফির বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম জানার ব্যাপারে স্বীয় সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করা সত্ত্বেও তা তার অজ্ঞাত থাকে এবং ভুল ফয়সালা দিয়ে বসে, তাহলে এমন ব্যক্তি ভুলকারী হিসাবে সাব্যস্ত হবে এবং চেষ্টা করার ফলে সে একটি সাওয়াব পাবে এবং এ ভুলের জন্য সে ক্ষমার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।^২ এ বিধান খাস ও ব্যক্তিগত বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

কিন্তু আম তথা ব্যাপক ও বৃহত্তর ক্ষেত্রে এ ধরনের ফয়সালার হুকুম হবে ভিন্নতর। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেন: হাকেম তথা শাসক যদি দ্বীনদার হয়, অথচ কোন এলেম ছাড়াই সে হুকুম প্রদান করে, তাহলে সে জাহান্নামী। আর যদি সে আলেম হয়, অথচ যে হক সম্পর্কে সে জানে তার বিপরীত সে হুকুম প্রদান করে, তাহলেও সে জাহান্নামী। যদি সে কোন এলেম ও ন্যায়পরায়ণতা ছাড়াই হুকুম প্রদান করে, তাহলে ও আরো উত্তমভাবে সে জাহান্নামী হবে। এমনটি তখনই হবে, যখন সে কোন ব্যক্তির ব্যাপারে হুকুম দেবে। কিন্তু যদি সে মুসলমানদের দ্বীনী বিষয়ে কোন আম হুকুম প্রদান করে এবং হককে বাতিল ও বাতিলকে হকে পরিণত করে, বেদ’আতকে সুন্নাত ও সুন্নাতকে বেদ’আত বলে সাব্যস্ত করে, ন্যায়কে অন্যায় এবং অন্যায়কে ন্যায় বলে অভিহিত করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে নির্দেশ দিয়েছেন তা থেকে নিষেধ করে, এবং তারা যা থেকে নিষেধ করেছেন, তা করার নির্দেশ দেয়, তাহলে এ আরেক ধরনের লোক যার সম্পর্কে স্বয়ং রাক্বুল আলামীন ফয়সালা দেবেন, যিনি রাসূলগণের মাবুদ, প্রতিদিন দিবসের মালিক, দুনিয়া- আখেরাতের সকল প্রশংসা তাঁর জন্য নিবেদিত। এরশাদ হচ্ছে:

لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿88﴾ سورة القصص

‘বিধান তাঁরই এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।’^৩

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿28﴾ سورة الفتح

‘তিনিই তাঁর রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে অন্য সকল দ্বীনের উপর একে বিজয়ী করেন। আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।’^৪

^১ সূরা মায়দা, ৪৪।

^২ শারহে আক্বীদাহ তাহাবিয়া, ৩৬৩-৩৬৪।

^৩ সূরা কাসাস, ৮৮।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া আরো বলেন: এতে কোন সন্দেহ নেই যে, শরীয়ত অনুযায়ী ফয়সালা প্রদান করাকে যে ব্যক্তি ওয়াজিব মনে করবে না, সে কাফির।^৫

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম বলেন: যে কুফুরীর ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তা বড় কুফুরীর চেয়ে নিচু স্তরের কুফুরী, সেটি হলো যদি গায়রুল্লাহর কাছে বিচার প্রার্থী হয় এ বিশ্বাস নিয়ে যে, সে এর ফলে পাপী হবে এবং আল্লাহর হুকুমই সঠিক। এ ধরনের ব্যাপারে দু' একবারই প্রকাশ পেতে পারে। আর যে ব্যক্তি রীতি মত আইন রচনা করে ও তা মেনে চলে, তবে তার এ কাজটি কুফুরী। যদিও সে ভুল স্বীকার করে এবং বলে যে, শরীয়তের হুকুম-ই অধিক ন্যায় সংগত। আর এ কুফুরী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বহিষ্কার করে।^৬

এখানে শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আংশিক বিধান যা প্রতিনিয়ত বাস্তবায়ন করা হয় না এবং ব্যাপক বিধান যা সকল কিংবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়- এত-দু-ভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন এবং বর্ণনা করেন যে, এ শেষোক্ত কুফুরী মুসলিম মিল্লাত থেকে পুরোপুরি বের করে দেয়। কেননা যে ব্যক্তি ইসলামী শরীয়ত থেকে দূরে সরে গিয়ে মানব রচিত আইনকে এর বিকল্প হিসাবে নির্ধারণ করে নেয়, তার এ ব্যাপারটি প্রমাণ বহন করে যে, সে শরীয়তের চেয়ে মানব রচিত আইনকেই উত্তম ও অধিক উপযোগী মনে করে। নিঃসন্দেহে এটি কুফুরী, যা মিল্লাত থেকে বের করে দেয় এবং তা তাওহীদের পরিপন্থী।

সমাপ্ত

^৪ সূরা ফাতহ, ২৮।

^৫ মিনহাজ্জুস সুন্নাহ নাবাবিহিয়াহ, ৪৯।

^৬ ফাতওয়াশ শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আল শায়খ, দ্বাদশ খন্ড ২৮